নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ

নির্মিত

জঙ্গি মনস্তত্ত্বের মূল উৎস

জঙ্গিনামা

সম্পাদনা

নরসুন্দর মানুষ

একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net

জঙ্গিনামা

সম্পাদনাঃ

নরসুন্দর মানুষ

প্রথম সংস্করণঃ

আগস্ট ২০১৬

প্রকাশক

ধর্মকারী

ঢাকা, বাংলাদেশ

ইমেইল:

dhormockery@gmail.com

ওয়েব:

www.dhormockery.com

www.dhormockery.net

প্রচ্ছদ

নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি

নরসুন্দর মানুষ

মূল্যঃ

ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

ভাবনা

গন্তব্য ঠিক করে মানুষের মনস্তত্ত্ব

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পৃষ্ঠা নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

ভূমিকা

প্রায়শই একটি চিন্তা মাথায় আসে আমাদের: **জঙ্গি মনস্তত্ত্বের মূল উৎস কোথায়?** রাজনীতি, তেলসম্পদ, ক্ষমতা; নাকি ধর্মেই? **ইসলাম কি শান্তির ধর্ম? ইসলাম কি যুদ্ধের ধর্ম?** ঘুরপাক খান অনেকেই! সত্যিই কি গোড়ায় গলদ না থাকলে; শুধুমাত্র রাজনীতি, তেলসম্পদ আর ক্ষমতার মারপ্যাঁচ দিয়ে একজন যুবককে জঙ্গি তৈরি করা সম্ভব?

আমরা যারা নাস্তিকতার চর্চা করি, তাদের বক্তব্য মানতে চান না কোনো মডারেট মুসলিম; কিন্তু একই বক্তব্য যদি একজন ইসলামিক বিশেষজ্ঞ দেন; এমন একজন, যিনি আধুনিক শিক্ষায় ডক্টরেট ডিগ্রী পর্যন্ত অর্জন করেছেন; তখন তথাকথিত মডারেট মুসলিমদের ভাষ্য কী হতে পারে? একজন মানবতাবাদী মানুষ ***(সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী);*** কীভাবে নিতে পারেন ধর্মের অমানবিক বিষয়গুলোকে; তা দেখার ইচ্ছাতেই এই ইবুক-টির জন্ম।

শাইখ আনোয়ার আল আওলাকি'র ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে দেয়া একটি ***লেকচারের অডিও প্রতিলিপিই হচ্ছে এই ইবুক-টি।*** আমরা তার লেকচারের বিন্দুবিসর্গ পরিবর্তন করিনি; ঠিক যেভাবে তিনি শুরু এবং শেষ করেছেন, আমরাও ঠিক তেমনটাই রেখেছি; কেবল বিশেষ অংশগুলো **হাইলাইট** করে দিয়েছি।

শাইখ আনোয়ার আল আওলাকি নিউ মেক্সিকোতে ২১ এপ্রিল ১৯৭১ এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইয়েমেনি, যেখানে তিনি এগারো বছর ছিলেন এবং তাঁর প্রাথমিক ইসলামিক শিক্ষা সেখানেই। তিনি কলোরাডো, ক্যালিফোর্নিয়া অতঃপর ওয়াশিংটন ডি,সি তে ইমাম ছিলেন এবং সেখানে তিনি দার আল-হিজরাহ ইসলামিক সেন্টারের প্রধান ছিলেন এবং জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ধর্মপ্রচারক ছিলেন। যেখানে তিনি প্রখ্যাত ইসলাম ধর্ম বিশেষজ্ঞদের সাথে শারী'য়াহ বিষয়ে পড়ালেখা করছেন; তিনি কলোরাডো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি.এস.সি ডিগ্রি**, সান ডিয়াগো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **শিক্ষায় এম.এ ডিগ্রি**, জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানবসম্পদ উন্নয়নে **ডক্টরেট ডিগ্রি** অর্জন করেন। তাঁর অনেকগুলো অডিও সিরিজ লেকচার রয়েছে যেমন, **"নবীদের জীবনী"**, **"পরকাল"**, **"রসূলুল্লাহﷺ এর জীবন"**। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১, ড্রোন হামলায় মারা যান শাইখ আনোয়ার আল আওলাকি।

এই ইবুক-টি আপনাকে সন্ধান দিতে পারে ১৪০০ বছরের পুরাতন একটি মরুধর্ম থেকে মুক্তি পাবার রাস্তার; অথবা হাতে তুলে দিতে পারে ধর্মের নামে জঙ্গি হবার যথেষ্ট রসদ!

আপনি কোন পথে হাটবেন, সে মনস্তত্ত্ব আপনার!

নরসুন্দর মানুষ
আগস্ট ২০১৬

জঙ্গিনামা

আমি অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।
পরম করুনাময় এবং অসীম দয়াময় মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য সকল প্রশংসা। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবাগণের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত আগত তাঁর অনুসারী সকল মু'মিন ভাই ও বোনদের প্রতি।

আমার সকল ভাই ও বোনেরা যারা এই সুন্দর বিকেলে শুনছেন তাদের প্রতি,

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

আমরা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেই এই উপকারী ইলমকে সহজবোধ্য ও আমলযোগ্য করে দেন এবং এর থেকে আমাদের সবাইকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন।

কাফিরদের ব্যাপারে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বলেন:

"এই কোরআন কেন দুটো জনপদের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর নাযিল হলো না?" [সূরা যুখরুফঃ ৩১]

এটি কুরআনের একটি আয়াত যেখানে কাফিররা মক্কা ও তায়েফের কথা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ তুলেছে।

কুফ্‌ফাররা নবুওতের জন্য দু'জনকে মনোনীত করেছিল। আর এ কারণেই তাদের মধ্যে কিছু লোক মুহাম্মাদﷺ নবী হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল।

কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

"আল্লাহ তা'য়ালা ভালো করেই জানেন তাঁর রিসালাত তিনি কোথায় রাখবেন।" [সূরা আনআমঃ ১২৪]

যাই হোক, কুফফাররা যাদেরকে মনোনীত করেছিল, তাদেরই একজন হচ্ছে উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী, যে তায়েফের অধিবাসী ছিল।

অনেকদিন পর মক্কাবাসীরা উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফীকে রসূলﷺ এর কাছে একটি শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছিল, একটি সাময়িক চুক্তি, যার নাম ছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধি। যদিও সে কোনো ঐকমত্যে আসতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীতে একই দায়িত্ব নিয়ে আসে সুহাইল বিন আমর

এবং তার সাথে একটি ঐকমত্য হয়। কিন্তু উরওয়া বিন মাসুদ যখন আল্লাহর রসূলﷺ কে হুদায়বিয়ায় (মক্কার দক্ষিণে এক দিনের রাস্তার দুরত্ব) -তে দেখে, সে যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করল।

উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী আল্লাহর রসূলﷺ এর সাথে সাক্ষাত করতে এসে তাঁর চোখে এমন কিছু দেখলেন, যা তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। যখন রসূলﷺ ওযু করতেন, তা থেকে রহমত পাওয়ার আশায় সাহাবাগণ ছুটে যেতেন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ঝরে পড়া পানি সঞ্চয় করতে এবং তা দ্বারা হাত ও মুখমণ্ডল ধোয়ার জন্য। একটি চুল পড়লেও তারা ছুটে যাচ্ছেন তা সংগ্রহ করতে। তিনি কোনো আদেশ করলে তারা তা পালন করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতেন।

উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী যখন রসূলুল্লাহﷺ এর সাথে কথা বলছিলেন সেখানে ছিলেন আপাদমস্তক ঢাল পরিহিত একজন, যার শুধুমাত্র চোখদুটো দেখা যাচ্ছিল। কথার মাঝখানে যখনই উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী রসূলুল্লাহﷺ এর দাড়ি ধরতে উদ্যত হত, তখনই রসূলﷺ এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ঢাল পরিহিত লোকটি তলোয়ারের শেষাংশ দিয়ে খোঁচা দিয়ে বলতো,

"সরিয়ে ফেলো এই হাত যদি হারাতে না চাও।"

তখন উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী বলতেন, আমার মনে হয় এই লোকটি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে গর্হিত ও অভদ্র, কে সে? তখন রসূলুল্লাহﷺ হাসলেন এবং বললেন, "এ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আল মুগিরাহ ইবনে সুবাহ।"

এই ছিলো উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফীর ভ্রাতুষ্পুত্র! কিন্তু যেহেতু সে একজন মুসলিম, সে আল্লাহর রসূলﷺ এর নিরাপত্তায় এত অনুরক্ত ছিলো যে, সে তার আপন চাচাকে হাত বাড়িয়ে রসূলের দাড়িও ধরতে দিবে না। এতে উরওয়া মারাত্মক একটি ধাক্কা খেলেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনারা আমাকে হয়তো বার বার এই কথা বলতে শুনবেন যে, যখনই আমরা এই ঘটনাগুলির আলোচনা করি, নিজেকে সেই সমাজের দিকে নিয়ে চলুন, নিজেকে তাদের অবস্থানে রাখুন এবং চেষ্টা করুন সেভাবে চিন্তা করতে যেভাবে তারা করতেন এবং তাদের চারপাশের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে বোঝার চেষ্টা করুন! এটি ছিলো একটি উপজাতীয় সমাজব্যবস্থা এবং পারিবারিক বন্ধনই ছিলো এতে সবকিছু। **উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী স্পষ্টতই বিস্মিত অবস্থায় ছিলেন যে, ইসলাম কীভাবে তার নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে পরিবর্তিত করেছে, সে তার সাথে কীরকম আচরণ করেছে।**

উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, ওহে কুরাইশেরা, আমি পৃথিবীর বহু রাজার দেশে সফর করেছি, আমি সিজার, কিসরা, পারস্যের সম্রাট, নাগাসের দরবারে দর্শক ছিলাম। **কিন্তু আমি কোনো রাজার অনুসারীদের মধ্যে এরকম বাধ্যতা দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদﷺ**

এর সাথে তাঁর সাহাবাদের দেখেছি। যখনই তিনি কোনো আদেশ করতেন, তারা দ্রুত ছুটে যেতো সেটা পালনার্থে, যখনই তিনি কোনো কথা বলতেন, তারা নীরব থাকতো যেন কোনো পাখি বসে আছে তাদের সবার মাথার ওপর, যখনই তিনি ওযু করতেন, তারা দ্রুত ছুটে যেতো সেই পানির বিন্দুগুলো সঞ্চয় করতে, যখনই তাঁর কোনো চুল পড়তো, তারা ছুটে গিয়ে তা সংগ্রহ করতো।

ওহে কুরাইশ! মুহাম্মাদ তোমাদের একটি প্রস্তাব দিয়েছে, তা গ্রহণ কর, কারণ আমার মনে হয় না, তার অনুসারীরা কখনও সমর্পণ করবে।

কাফিররা যখনই মুসলিমদের সান্নিধ্যে যেত, তখনই তারা মুসলিমদের ব্যাপারে এই একই অভিজ্ঞতা লাভ করতো। আর তা হলো, তারা কখনোও তাকে সমর্পন করবে না! কখনও তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তারা কখনও তাঁকে ত্যাগ করবে না! শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তারা তাঁর নিরাপত্তার জন্য লড়াই করে যাবে।

কিন্তু সময় এখন ভিন্ন! প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এটি ছিল আল্লাহর রসূলﷺ এর সময় উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফীর সাক্ষ্য।

কয়েকদিন আগে একজন মার্কিন সৈন্য আল্লাহর কিতাবকে টয়লেটের টিস্যু পেপার হিসেবে ব্যবহার করে! এটি কোথায় ঘটে? এটি ঘটে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু একটি মুসলিম দেশে! আর কী হল! মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ছিলো নীরব!

এর আগে যখন ড্যানিশ ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে বিতর্ক উঠল, মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু যখন সুইডিশ ব্যঙ্গচিত্রের ঘটনা ঘটল, সেটি আরও খারাপ ছিল। প্রতিক্রিয়া ছিলো কম আর এখন আমরা দেখছি প্রতিক্রিয়া আরও কম।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের শত্রুরা সফলতার সাথেই আমাদের অনুভূতিহীন করে দিয়েছে।

যখন এটি প্রথমবার ঘটল, সবাই এটি নিয়ে চিন্তা করছিল এবং নিন্দা জানাচ্ছিল এবং তারপর আস্তে আস্তে আমরা এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম!

আর এখন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল! অশালীনতার চূড়ান্ত! কিন্তু প্রতিক্রিয়া কী? খুবই সামান্য!

তাই ভাই ও বোনেরা, আসুন, পেছনে ফিরে দেখি, তখন পরিস্থিতি কী রকম ছিলো! কারণ সেটিই আমাদের নৈতিকতাকে উজ্জীবিত করবে এবং এভাবেই আমাদের সাহাবাদের (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হোন) অনুসরণ করতে হবে।

কাব বিন আল আশরাফের গুপ্ত হত্যার ঘটনা

কাব বিন আল আশরাফ ছিলো একজন ইহুদি নেতা এবং সফল কবি। যখন বদরে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ মদীনায় পৌঁছালো, কাব বিন আশরাফ সেই সংবাদ শুনে বলল, **"যদি এই সংবাদ সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের জন্য মাটির নিচে থাকাই তার ওপরে থাকার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ মৃত্যুই আমাদের জন্য শ্রেয়। কুরাইশদের পরাজয়ের পর আর বেঁচে থেকে কী লাভ!"**

এবং সে মুশরিকীনদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবিতা রচনা করতে শুরু করে এবং রসূলﷺ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধেও কথা বলতে থাকে। তারপর সে মক্কায় তার কবিতা পরিবেশন করতে যায় এবং তাদের ক্ষতিতে দুঃখ প্রকাশ করে। সে আরও সীমালঙ্ঘন করে তার কবিতায় মুসলিম নারীদের চর্চা করে। **তাই আল্লাহর রসূলﷺ বলেন:**

"কে কাব ইবনে আশরাফের ব্যবস্থা করবে, কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্ষতি করছে?"

আল আউস গোত্রের একজন আনসার, **মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ** (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার ওপর সন্তুষ্ট হোন) বললেন,

"হে আল্লাহর রসূল! আমি করব! আপনি কি চান, আমি তাকে হত্যা করি?"

আল্লাহর রসূলﷺ বললেন, "হ্যাঁ।"

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ এখন অঙ্গীকার করছেন, তিনি কথা দিয়েছেন যে, তিনি কাব ইবনে আশরাফকে হত্যা করবেন। তিনি বাসায় গিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন এবং এই ব্যাপারটা তার কাছে যেন কঠিন মনে হলো। কাব ইবনে আশরাফ থাকতেন ইহুদি বসতির মধ্যে, তার সমর্থক দিয়ে পরিবেষ্টিত একটি দুর্গে এবং এটি ছিলো অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। তিনি ভেবে ভেবে কোনো কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না এবং এটা তার নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে দিল, শুধু সেটুকু বাকি যে, সামান্য বেঁচে থাকার প্রয়োজন। প্রায় তিনদিন তিনি কোনো কিছু আহার বা পান করেননি।

এই খবর আল্লাহর রসূলের নিকট পৌঁছালে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "তোমার কী হয়েছে, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ? এটা কি সত্য যে, তুমি আহার-পান করা বন্ধ করে দিয়েছো?"

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, "জ্বি হ্যাঁ।"

আল্লাহর রসূলﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

তিনি বললেন,"আমি আপনার কাছে একটি অঙ্গীকার করেছি এবং আমি চিন্তিত যে, আমি সেই অঙ্গীকার রাখতে সক্ষম হবো কি না।"

আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, "তোমাকে যেটি করতে হবে, তা হলো - চেষ্টা, বাকিটা মহান আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও।"

আমরা একটু মুহূর্তের জন্য থামি, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এবং আমরা দৃষ্টি দিতে চাই অনুরক্ত ও উদ্দীপনার দিকে, যা এই সাহাবীর (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার ওপর সন্তুষ্ট হোন) মধ্যে ছিল।

তিনি পরিস্থিতি নিয়ে এত বেশি চিন্তিত ছিলেন যে, তিনি নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছিলেন না। কারণ এটি ছিল তাঁর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তিনি অঙ্গীকার করেছেন, দিয়েছেন এবং তারপর তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, তিনি কি সেই অঙ্গীকার পালন করতে পারবেন কি না। যখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তুমি তোমার চেষ্টা কর আর বাকীটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও", তখনি তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং পুনরায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে শুরু করলেন।

আপনি কতটুকু চিন্তিত? আমরা কতটুকু উদ্বিগ্ন আল্লাহর রসূল ﷺ এর সম্মানের বিষয়ে, ইসলামের মর্যাদার বিষয়ে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবের বিষয়ে? আমরা বিষয়গুলোকে কতটা গুরুত্ব সহকারে নিই?

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ তিনদিন দিবানিশি তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন।

আমরা চাই এই সাহাবার মনোভাব।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার ওপর সন্তুষ্ট হোন) বললেন, **"হে আল্লাহর রসূল ﷺ ! আমাকে তাহলে আপনার বিরুদ্ধে কথা বলার অনুমতি দিতে হবে।"**

[পরিকল্পনার বিষয় হলো যে, আমাকে আপনার ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলতে হবে]

রসূল ﷺ বললেন, "তোমার যা খুশি, বল!"

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ এবং আওস গোত্র থেকে আনসারদের একটি দল একটি ফাঁদ পাতার জন্য কাব ইবন আশরাফের সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। মুহাম্মাদের সাথীদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু নায়লা। এটি কথিত আছে যে, তিনি কাব বিন আশরাফের সৎভাই ছিলেন।

তারা আল্লাহর রসূলের দিকে ইঙ্গিত করে কাবকে বলল, "এই লোকটি আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা, একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে একটি দুর্যোগ এবং তার জন্যই পুরো আরব আমাদের শত্রু হয়ে গেছে এবং আমাদের সাথে লড়াই করছে।"

কাব বললো, "আমি তোমাদের আগেই বলেছি এবং সামনে তোমরা আরও খারাপ সময় দেখবে।"

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, "আমরা অপেক্ষা করতে চাই এবং দেখতে চাই, এর শেষ কীভাবে হয়। তিনি এখন একটি সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করতে লাগলেন। হ্যাঁ, কাব, লোকটার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটছে, তোমার কাছ থেকে আমরা কিছু ধার নিতে চাই, যার বিনিময়ে তোমার নিকট কিছু জামানত রাখতে চাই।"

সে বলল, "ঠিক আছে, তাহলে তোমার সন্তানদের রেখে যাও।"

তারা বললো, "আমাদের সন্তানদের তোমার কাছে রেখে গেলে তাদের বাকি জীবন শুনতে হবে যে, তোমাদের পিতা তোমাদের সামান্য বিনিময়ের জন্য রেখে গিয়েছিল। এটি তাদের বাকি জীবনের জন্য একটি লজ্জা হয়ে দাঁড়াবে।"

সে বললো, "তাহলে তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাও।"

তারা বললো, "তোমার মতো সুন্দর পুরুষের নিকট আমরা কীভাবে আমাদের স্ত্রীদের রেখে যাই। তার চেয়ে বরং আমরা আমাদের অস্ত্রগুলো এনে তোমার নিকট রেখে যাই।"

সে বলল, "ঠিক আছে।"

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ তার জন্য ফাঁদ পাতলেন, যাতে তার কাছে পরের বার অস্ত্র আনতে গেলে সে সন্দেহ না করে।

তারা সাক্ষাতের একটি সময় নির্ধারণ করলেন এবং তার কাছে ফিরে এলেন গভীর রাতে, কারণ সেটি ছিলো সঠিক সময়।

কাবের স্ত্রী বলল, "আমি এই কণ্ঠে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি।"

কাব বলল, চিন্তা করো না, "এটি হচ্ছে আমার বন্ধু মাসলামাহ এবং আমার ভাই আবু নায়লা।" এতে বোঝা যায় যে, তাদের মাঝে জাহেলিয়াতের সময় থেকেই সুসম্পর্ক ছিলো, বন্ধুত্ব ছিলো।

অতঃপর সে নিচে গেলো মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ ও তার সাথীদের সাথে দেখা করতে। তাঁরা একটি সংকেত ঠিক করে নিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ তাদের বললেন, "যখন তোমরা আমাকে ওর মাথা ধরতে দেখবে, তলোয়ার দিয়ে তাকে শেষ করে দেবে।" এটাই ছিল তাদের সংকেত।

কাব আসতেই তাঁরা তাকে বললেন, "শি'ব আল আযুজ-এ হেঁটে গিয়ে সেখানে রাতটা কাটিয়ে দিলে কেমন হয়?"

সে বলল, "বেশ।"

এভাবে তারা তাকে তার দুর্গ থেকে বের করে শি'ব আল আযুজ নামক স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো।

সেখানে পৌঁছানোর পর, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ কাবকে বললেন, "বাহ! তোমার থেকে অনেক সুন্দর ঘ্রান আসছে! (তার চুলে কোন সুগন্ধী লাগানো ছিল) আমি কি এর ঘ্রান নিতে পারি?"

সে বলল, "হ্যাঁ, নাও।"

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ তার হাত দিয়ে কাবের মাথাটাকে টেনে নিলেন এবং শুঁকে দেখলেন। তিনি বললেন, "এটাতো দারুণ।

(এটি ছিল দেখার জন্য একটি পরীক্ষা।)"

তিনি বললেন, "তুমি কি আরেকবার আমাকে এর ঘ্রাণ নিতে দেবে?"

সে বলল, "হ্যাঁ, নাও।"

তিনি তাকে ধরলেন এবং তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকলেন। কিন্তু সেগুলো তাকে মারার জন্য যথেষ্ট ছিল না এবং সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠল। তাৎক্ষনিকভাবে সবগুলো দুর্গতে আলো জ্বলে ওঠল। **মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন,"আমার মনে পড়ল যে, আমার কাছে একটি ছুরি আছে। তাই আমি সেটা বের করে তার তলপেটের নিম্নাংশের হাড় পর্যন্ত প্রবেশ করালাম এবং সে স্থান ত্যাগ করলাম।"**

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ এবং আওসের লোকেরা এভাবেই দেখে নিয়েছিলেন সেই লোকটিকে, যে আল্লাহর রসূলﷺ কে তিরস্কার করেছিল।

ইবনে তাইমিয়্যাহ এই ঘটনা উল্লেখ করেন ***"আশ শা-রি মিন আল মাসলূল আলা সাতিম আররসূঔষ্ট "রসূলকে অভিশাপকারীর ওপর উদ্যত তলোয়ার"*** কিতাবে এবং তিনি কিছু বিষয় উল্লেখ করেন, যা আমরা আলোচনা করব।

প্রথমেই তিনি আল ওয়াকিদী সীরাতের একজন শাইখের বর্ণনা আনেন। আল ওয়াকিদী এই ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে বলেন, **"যেহেতু এটি একটি খুবই শক্তিশালী এবং বিশেষ অভিযান ছিল এবং এর পরিণতি ছিল ব্যাপক, মদীনার চারপাশে ইহুদি গোষ্ঠীর এবং কাফির গোষ্ঠীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।"**

ওয়াকিদী বলেন, ***"সকালে ইহুদিরা মুশরিকীনদের সাথে নিয়ে রসূলﷺ এর কাছে এসে বলল, আমাদের মধ্যে একজন পদমর্যাদার অধিকারী এবং নেতাকে গত রাতে হত্যা করা হয়েছে।"***

তারা বলল, "কুতিলা গিলাহ" এবং গিলাহ মানে হচ্ছে গুপ্তহত্যা। এই শব্দটির সাথে নেতিবাচক অর্থ জড়িত, কারণ এর মানে হচ্ছে, এই ব্যক্তি খুন হয়েছে এবং তা হয়েছে আকস্মিক, সে এই ব্যাপারে

জানত না। এটি দ্বিপাক্ষিক ছিল না, একে অপরের বিরুদ্ধে ছিল না, তাকে গোপনে তার অবগতির বাইরে হত্যা করা হয়েছে ।

তারা বলল, "তাকে কোনো অপবাদ ছাড়াই হত্যা করা হয়েছে।" কেনো তাকে হত্যা করা হল, এটাই ছিল রসূলﷺ এর কাছে প্রশ্ন, কারণ আল্লাহর রসূলﷺ এবং ইহুদিদের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল। সীরাতে এটি ভালোভাবেই জানা যে, রসূলﷺ যখন মদীনায় আসেন তখন তাঁর সাথে সকল ইহুদির একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এখন কাব ইবনে আশরাফকে হত্যা করা হয়েছে, কেন? এটা কেন হল?

আল্লাহর রসূলﷺ কী বললেন?

আল্লাহর রসূলﷺ বললেন:

"সে যদি শান্ত হয়ে যেত, সেই ব্যক্তিদের অনুরূপ যারা তার মতামত অনুসরণ করে অথবা একই মত পোষণ করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হত না। কিন্তু সে আমাদের ক্ষতি করেছে, তার কবিতা দিয়ে আমাদের মানহানি করেছে এবং তোমাদের মধ্যে যেই এই কাজটি করত, আমরা তলোয়ার দিয়ে এর বোঝাপড়া করতাম।"

আল্লাহর রসূলﷺ বললেন যে, "কাব ইবনে আশরাফের মতো আরো অনেকে আছে, যারা একই অন্তরে এই বিশ্বাস ধারণ কও়ে, কিন্তু তাকে সেই জন্য হত্যা করা হয়নি।" তার অবিশ্বাসের জন্য তাকে হত্যা করা হয়নি, এই জন্য হত্যা করা হয়নি যে, সে রসূলﷺ কে ঘৃণা করত, এই জন্য না যে, সে মুসলিমদের ঘৃণা করত। না! এরকম অনেক আছে, যাদের অন্তরে এই ব্যাধি আছে, কিন্তু আমরা তাকে ছেড়ে দিয়েছি। সে যদি শান্ত হয়ে যেত, অন্যদের মত যারা শান্ত হয়ে গিয়েছিল, আমরা তাকে হত্যা করতাম না। কিন্তু সে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং তার কবিতা দ্বারা আমার মানহানি করেছে।

আর এরপর তিনি পরিষ্কার করে দিলেন ইহুদিদের কাছে: তোমাদের মধ্যে কোন ইহুদি বা মুশরিকীন যদি তোমাদের কথার মাধ্যমে আমার মানহানি করার চেষ্টা কর, আমরা তাকে এভাবেই দেখে নেবো, তোমাদের আর আমাদের মধ্যে তলোয়ার ব্যতীত আর কিছুই করার থাকবে না! সেখানে কোনো সংলাপ হবে না, কোনো ক্ষমা করা হবে না, কোনো সেতুবন্ধন হবে না, মীমাংসার কোনো উদ্যোগ নেয়া হবে না, আমার আর তোমাদের মধ্যে তখন থাকবে শুধুই তলোয়ার। আর এরপর তিনি তাদেরকে ডেকে একটি দলিলে স্বাক্ষর করতে বললেন, যেখানে তারা সবাই সম্মতি জানাল যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনো কথা বলবে না।

এটি একটি প্রমাণ যে, কাউকে হত্যা করার জন্য মুসলিমদের উৎসাহিত করার একটি কারণ হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্ষতি করা, যদিও তারা মুসলিমদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে, যদিও থাকে কোনো অঙ্গীকারের মুচলেকা।

ইবনে তাইমিয়্যাহ তার কিতাবে এই হুকুমের বিরুদ্ধে উম্মোচিত কিছু যুক্তি ও সংশয়ের জবাব দেন। তিনি সেই যুক্তিগুলো খন্ডণ করতে এই ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেন।

কিছু লোক হাদীসের অর্থকে বিকৃত করতে চেয়েছে এবং বলেছে যে, কাবকে হত্যা করা হয়েছে, কারণ সে কাফিরদেরকে রসূলﷺ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করছিল।

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, না! **তাকে হত্যা করা হয়েছে তার কবিতার জন্য, যেটি তার মক্কায় যাওয়ার পূর্বে ছিল। তাই তার মক্কায় যাওয়া এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে উৎসাহিত করার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই,** স্পষ্টরূপে এটি তার কবিতার জন্য ছিল।

তারপর তিনি বলেন:

কাব ইবনে আশরাফ যা করেছিল, সবকিছু ছিল তার কথার দ্বারা ক্ষতি করা। হত্যাকৃত কাফিরদের প্রতি তার শোক প্রকাশ এবং তাদের যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করা, তার অভিশাপ, এবং অপবাদ এবং ইসলামকে ছোট করে দেখা এবং কাফিরদের ধর্মকে অগ্রাধিকার দেয়া - এই সবকিছুই ছিল তার মুখ থেকে বের হওয়া শব্দ। আর সে এমন কিছু করেনি, যা মুসলিমদের শারীরিক যুদ্ধের সাথে জড়িত এবং সে যা করেছিল, তা হলো, মুসলিমদের কথা দ্বারা ক্ষতি করা। আর এটি হচ্ছে একটি হুজ্জাহ - এটি একটি প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে, যারা এই বিষয়গুলোতে তর্ক করবে এবং এটি পরিষ্কার, যে ব্যক্তি কবিতা ও অপবাদ দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্ষতি করবে, তার রক্ত কোনোভাবেই সুরক্ষিত নয়।

এটি হচ্ছে কাব ইবনে আল আশরাফের ঘটনা।

আবু রাফে-এর গুপ্তহত্যার ঘটনা

এটি ছিল একটি কাজ যা আওস গোত্ররা করেছিল। কাব ইবনে মালিকের পুত্র বলেন, আওস এবং খাজরাজ দুটো গোত্রই ঘোড়াদৌড়ের মত আল্লাহর রসূলের সামনে প্রতিযোগিতা করত। যখনই তাদের কোনো একজন আল্লাহর রসূলﷺ কে খুশি করার মত কোনো একটা কাজ করত, অপরজন তার চাইতেও ভালো কিছু করতে চাইত।

তাদের প্রতিযোগিতা ছিল না কোনো উপাধির ওপর, আর না ছিল কোনো সম্পত্তির ওপর। কে ভালো বাড়ি পাবে তার ওপর! না কে সুন্দরী স্ত্রী পাবে তার ওপর! না কার কাছে অধিক ভালো বাহন আছে এর ওপর! না (বরং) তাদের প্রতিযোগিতা ছিল, কীভাবে আল্লাহর রসূল ﷺ কে খুশি করা যায়।

তাই খাজরাজরা তখন একটি সভা করল এবং বলল যে, আওস আল্লাহর রসূল ﷺ এর এক শত্রুকে হত্যা করতে সফল হয়েছে। আমাদেরও একই কাজ করতে হবে। কাব ইবনে আশরাফের পর কে আছে সবচেয়ে খারাপ?

তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেখল যে, **সে হচ্ছে আবু রাফে।**

তারা তাদের পরিকল্পনার কথা আল্লাহর রসূল ﷺ এর সামনে উপস্থাপন করলো এবং জানালো যে, তারা আবু রাফের সাথে একই ধরনের আচরণ করতে চায়। আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের পরিকল্পনায় সম্মতি জানালেন এবং তাদের সামনে অগ্রসর হতে বললেন।

এখন তারা আবু রাফেকে হত্যা করতে গেলো। আমি সংক্ষেপে ঘটনাটি বলছি: পরবর্তীতে সীরাতের বইতে আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন। এই ঘটনার বিস্তারিত এখানে প্রাসঙ্গিক নয়; আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি তার জন্য শুধু একে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করতে চাই।

আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক দুর্গতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দুর্গতে প্রবেশের জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। অতঃপর আবু রাফের শয্যাঘরে পৌঁছে গেলেন। কারণ তিনি চাবিগুলো হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন। পুরোপুরি অন্ধকার থাকার কারণে তিনি আবু রাফেকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। সেটি ছিলো গভীর রাত। তিনি কী করলেন তাহলে?

তিনি বললেন, "আবু রাফে!" তিনি আবু রাফেকে ডাকলেন।

আসলেই একটি বিস্ময়কর কাজ, পুরোপুরি অন্ধকারের মধ্যে কারো শয্যাঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আক্রমণ করার পূর্বে, তাকে ডাকা, অনেক সাহসিকতার দাবি রাখে। তিনি সরাসরি প্রবেশ করে ডাকলেন, আবু রাফে, তুমি কোথায়? আবু রাফে আওয়াজে জবাব দিলো। **আব্দুল্লাহ বিন আতিক বলেন, আমি শব্দের উৎসের দিকে আঘাত করতে থাকলাম।** আমি তাকে আঘাত করলাম কিন্তু হত্যা করতে পারলাম না এবং সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠল। মাশাআল্লাহ! আব্দুল্লাহ বিন আতিক উপস্থিত বুদ্ধিতে খুব চতুর ছিলেন। তিনি সাথে সাথে পিছু হটে আবার ফিরে আসলেন এবং সাহায্যকারী সেজে আওয়াজ পরিবর্তন করে এসে বললেন, আবু রাফে, তোমার কী হয়েছে? আবু রাফে বললো, তোমার মায়ের ওপর অভিশাপ, এখানে কেউ আছে, যে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে! ***তিনি বললেন, আমি আবার আওয়াজের উৎসের দিকে আঘাত করলাম কিন্তু এবারও তাকে হত্যা করতে পারলাম না।*** এবং সে আবারো সাহায্যের জন্য চিৎকার করলো!

তিনি আরেকবার পিছু হঠলেন এবং ফিরে এলেন গলা পরিবর্তন করে। ***<u>এবার আবু রাফে আগে থেকে উপুড় হয়ে শোয়া ছিলো কারণ তাকে আগে থেকে দুইবার আঘাত করা হয়েছিলো। তাই আব্দুল্লাহ বিন আতিক বলেন, আমি আমার তলোয়ারটি তার পেটের মধ্যে গেঁথে দিলাম এবং ততক্ষণ ঠেলতে লাগলাম যতক্ষণ না হাড় ভাঙার শব্দ পেলাম। হাড় ভাঙারা শব্দের মানে হচ্ছে তার মেরুদণ্ড ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে এবং এতেই সে মৃত্যুর মুখে পতিত হল।</u>***

আব্দুল্লাহ বিন আতিক একটি সিঁড়ি অথবা মই বেয়ে নিচে নেমে এলেন। তিনি বলেন, উত্তেজনার বশে আমি ভাবলাম যে, আমি সিঁড়ি পার হয়ে এসেছি, কিন্তু একটি ধাপ বাকি ছিলো। তাই পড়ে গিয়ে আমি আমার পা ভেঙে ফেললাম। আমি তারপর আমার সাথীদের নিকট পৌঁছে তাদের বললাম যে, আমি তাকে হত্যা করেছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। তাই আমি এখানে অপেক্ষা করবো। তোমরা গিয়ে আল্লাহর রসূলﷺ কে সুসংবাদ পৌঁছে দাও। আমি এখানে থাকবো আর ঘোষণা শোনার অপেক্ষা করবো!

<u>দেখুন, তারা কী নিখুঁতভাবে কাজটি করতে চাচ্ছিলেন!</u> তিনি নিজের পা ভেঙেছিলেন এবং লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙেছিলেন এরপরেও তিনি বসে অপেক্ষা করতে চান এবং নিশ্চিত করতে চান যে, কাজটি সম্পন্ন হয়েছে! এত ব্যথা নিয়েও তিনি অপেক্ষা করতে চান! ***<u>ফযরের সময় খবর প্রকাশ হলো, হিজাজের ব্যবসায়ী আবু রাফে খুন হয়েছে! আব্দুল্লাহ বিন আতিক কী (এমন কথা) বলেছিলেন, আমরা এই ধরনের নৃশংস কাজে ঘৃণা প্রকাশ করছি। লোকটির ক্ষতি করা উচিত হয়নি এবং এটি অনৈসলামিক কাজ। এবং আমরা...</u>***

না, তিনি এ ধরনের কিছুই বলেননি?

তাহলে আব্দুল্লাহ বিন আতিক কী বললেন??!!

আব্দুল্লাহ বিন আতিক বললেন, ***<u>"যখন অমি আবু রাফের খুন হওয়ার সংবাদ শুনলাম, আমি শপথ করে বলছি, এর চেয়ে সুমিষ্ট কথা আমি আমার জীবনে আর কখনো শুনিনি।"</u>***

এটাই ছিলো আব্দুল্লাহ বিন আতিকের কথা।

তারা এভাবেই আল্লাহর রসূলﷺ কে ভালোবাসতেন।

<u>তারপর তিনি মদীনার দিকে ছুটে গেলেন এবং আল্লাহর রসূলﷺ তাকে দেখে বললেন, সাফল্যে উদ্ভাসিত হোক তোমার জীবন! তারা আল্লাহর রসূলﷺ কে জবাব দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূলﷺ! সাফল্যে উদ্ভাসিত হোক আপনার জীবনও! তারা হয়েছিলেন তৃপ্ত এবং রসূলﷺ ও ছিলেন তৃপ্ত!</u>

মক্কা বিজয়ের সময়ে আব্দুল্লাহ বিন কাতাল ও তার দুই নর্তকী দাসীকে প্রকাশ্য হত্যা করার ঘোষণা, যদিও তারা মক্কার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকে।

যখন আল্লাহর রসূলﷺ মক্কা বিজয় করলেন;

আল্লাহর রসূলﷺ পবিত্র শহরকে কোনো রক্তপাতহীনভাবেই জয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি চাইতেন এটি হোক শান্তিপূর্ণ বিজয়। তিনি কোন রক্তপাত চাননি। আর তিনি এতে প্রবেশ করেন নম্রতার সাথে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে সিজদা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে। সেখানে কোনো প্যারেড ছিলো না, ছিলো না কোনো গান, কোনো রক্তপাত কিংবা হত্যা *- সেখানে ছিলো শান্তি!*

যাও তোমরা সবাই মুক্ত। কিন্তু একটি কালো তালিকা ছিলো। এটি ছিলো সেই নামগুলোর তালিকা, যাদের হত্যা করতেই হতো। যদিও না তাদেরকে কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকতে পাওয়া যেতো। একটি প্রবাদ ছিলো যে, দুনিয়ার সবচাইতে পবিত্র স্থান হচ্ছে মক্কা। এবং পবিত্রদের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ছিলো আল-হারাম। আর কেউ যদি কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকতো, তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। এটি ছিলো জাহেলিয়াতের সময় থেকেই মুশরিকীনদের আইন। কিন্তু আল্লাহর রসূলﷺ বলেন,

হত্যা করো তাদের, যদিও তারা কাবার গিলাফ ধরে ঝুলেও থাকে। কারা ছিলো এরা?

এই তালিকার মধ্যে কিছু নাম ছিলো, যার মধ্যে ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে কাতাল নামে এক লোক। এবং তার দুই মেয়ে ক্রীতদাস। এবং আবী লাহাবের ক্রীতদাস সারা। এরা কারা?

আব্দুল্লাহ ইবনে কাতাল এবং তার দুই মেয়ে ক্রীতদাস আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে গান গাইতো। তারা আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে গান গেয়ে মক্কায় কনসার্ট করতো। আবু লাহাবের স্বত্বাধীন একটি মেয়ে ক্রীতদাসের সাথে এই দুটো মেয়েও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনে কাতালের কথাই বলা যাক।

সে প্রকৃতই কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে ছিলো। একজন সাহাবা তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করে!

আসুন, মেয়ে ক্রীতদাসীগুলোর কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাটা আমরা পর্যালোচনা করি।

প্রথমত, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনারা জানেন যে, সাধারণভাবে নারীদের হত্যা করা অনুমোদনীয় নয়! আল্লাহর রসূলﷺ নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, *অথচ এদেরকে বিশেষভাবে এই তালিকায় হত্যার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।*

দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে, *নারীরা যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যায়। কিন্তু এই নারীরা তো যুদ্ধ করছিলো না এবং কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেনি। বরঞ্চ, তারা পুরোপুরি আত্নসমর্পন করার মতো পরিস্থিতির মধ্যে ছিলো!*

তৃতীয়ত, আল্লাহর রসূলﷺ তাদেরকে আলাদা করে মক্কার সবাইকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দিয়েছিলেন! এবং এর সাথে এও যোগ করুন যে, এরা স্বাধীন নারী ছিলো না, বরং ছিলো ক্রীতদাস। আর ইসলামে শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার একটি প্রভাব থাকে। যেহেতু, ক্রীতদাসদের কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই, সেহেতু তাদের শাস্তিও কম হয়। এই নারীদের আল্লাহর রসূলﷺ এর বিরুদ্ধের গান গাওয়া বা না গাওয়ার স্বাধীনতা ছিলো না। কিন্তু আবু লাহাব এবং আব্দুল্লাহ বিন কাতাল, তাদের মনিব, তাদের এই কাজটি করতে আদেশ দিয়েছে, *কিন্তু তারপরও তাদের আলাদা করা হয়েছে এবং হত্যা করতে বলা হয়েছে।*

ইবনে তাইমিয়্যাহ এই বিষয়ে বলেন, *এটি পরিষ্কার এবং মজবুত প্রমাণ যে, সবচেয়ে বড়ো অপরাধ হচ্ছে, আল্লাহর রসূলকে কটাক্ষ করা।* কারণ, এই সবকিছু - বস্তুত যে, তিনি মক্কায় মানুষদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। এবং এটি সত্য যে, তারা ছিলো নারী। *এবং প্রকৃতভাবেই তারা কোনো যুদ্ধ করেনি। এবং এই সত্য যে, তারা ছিলো ক্রীতদাস। তারপরও তাদের আলাদা করা হয়েছিলো সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য! এটিই প্রমাণ করে যে, এটি একটি বিরাট অপরাধ!*

এরপরেই কালো তালিকায় ছিলো আরেকটি লোক, যার নাম ছিলো আল হুয়াইরিদ বিন লুকাইদ। সেও তার কথা দিয়ে আল্লাহর রসূলﷺ কে আঘাত দিতো। সে তার বাসায় লুকিয়ে ছিলো। আলী ইবনে আবী তালিব তার বাসায় এসে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তারা বললো যে, সে সেখানে নেই এবং মক্কার বাহিরে বাদীআয় চলে গেছে। আর হুওয়ারিদকে তারা জানালো যে, আলী ইবনে আবী তালিব তাকে খুঁজতে এসেছিলো। *আলী বাসার পিছনে গিয়ে লুকিয়েছিলেন। যখন হুওয়ারিদ আরেক জায়গায় পালাতে যাচ্ছিলো, আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাকে সম্মুখে এসে হত্যা করে ফেললেন।*

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে *কাব ইবনে জুহাইর। সে ছিলো একজন কবি।* তার ভাইও ছিলো কবি এবং তার বাবা জুহাইর বিন আবী সালমা ছিলো শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন এবং সে ছিলো তাদের মধ্যে একজন, যার মুওয়ালাত ছিলো। *আরবরা শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোকে কাবায় ঝুলানোর মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করতো।* এটি ছিলো এই কাজের সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। জুহাইর বিন আবী সালমা ছিলেন এমন একজন, যাঁর কবিতা কাবায় ঝুলানো ছিলো। তাঁর পুত্ররা, কাব এবং বুজায়ের দুজনেই ছিলো কবি। কিন্তু বুজায়ের ছিলো মুসলিম আর কাব ছিলো অমুসলিম। *এবং রসূলﷺ এর বিরুদ্ধে সে কবিতা রচনা করতো।* তাই যখন মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করলো, বুজায়ের তার ভাইকে একটি চিঠি লিখে জানালো যে, *আল্লাহর*

রসূল ﷺ মক্কায় সেই সব লোককে হত্যা করছেন, যারা তার বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করতো। কাব সেসময় মক্কায় ছিলো না, কিন্তু তার ভাই আগে থেকেই সাবধান করে দিয়ে তাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলো যে, আল্লাহর রসূল ﷺ সেই সব লোককে হত্যা করছেন, যারা তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছিলো। এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাবারিয়া এবং মুগীরাহ ইবনে আবী ওয়াহাব-এর মতো যারা বাকি ছিলো, তারা দৌড়ে পালানোরা চেষ্টা করছে, *কারণ রসূলুল্লাহ আদেশ করেছেন এমন সবাইকে হত্যা করতে, যারা তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছে!*

তাই এই অপরাধের ভয়াবহতার এটি আরেকটি উদাহরণ!

আল্লাহর রসূল ﷺ ছিলেন ক্ষমাশীল। এবং তিনি তাঁর শত্রুদের ক্ষমা করতেন। *কিন্তু এই বিশেষ অপরাধের জন্য বিষয়টি ছিলো ভিন্ন।*

উকবা ইবনে আবী মুয়িদ এবং নাদার ইবনে আবী হারিছের হত্যার ঘটনা

এরপর আমাদের কাছে আছে উকবা ইবনে আবী মুয়িদ এবং নাদার ইবনে আবী হারিছের ঘটনা।

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের কাফিরদের মধ্যে সত্তর জন যুদ্ধ বন্দী ছিলো। আল্লাহর রসূল ﷺ তাদেরকে উপস্থিত করতে বললেন যাতে তিনি একে একে প্রত্যেককে দেখতে পারেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ নাদার ইবনে হারিছের দিকে তাকালেন। নাদার ইবনে আবী হারিছ, আল্লাহর রসূলের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলো। সে তার পাশের লোকটিকে বললো, "শোন, আমাকে হত্যা করা হবে। আমি আল্লাহর রসূলের চোখে আমার মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি!"

লোকটি তাকে বললো, "না, তুমি বাড়িয়ে বলছো। তুমি খুব বেশি ভয় পাচ্ছো। তুমি আতঙ্কগ্রস্ত!"

সে বললো, "না। আমি বলছি তোমাকে। আমি আল্লাহর রসূলের চোখে মৃত্যু দেখেছি।"

এরপর নাদের ইবনে হারিছ তার আত্নীয় মুসাব ইবনে উমায়েরকে ডেকে বললো, "আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে যাও এবং বলো তিনি যেন আমার সাথে অন্য সময়ের মতো আচরণ করেন, আমার লোকদের মতো আমার সাথে আচরণ করেন। তিনি যদি তাদেরকে হত্যা করেন, তাহলে যেনো আমাকেও হত্যা করেন, তিনি যদি তাদের ক্ষমা করেন তাহলে আমাকেও যেন ক্ষমা করেন!"

মুসাব ইবনে উমায়ের তাকে বললেন, *"তুমি সেই, যে আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে কথা বলেছো। এবং আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধে কথা বলেছো।"*

নাদের বিন হারিছ ছিল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর রসূলের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য তার পাশে হালাকা করতো। সে পারস্যে গিয়েছিলো কাহিনী শিখতে। এবং ফিরে এসে কাফিরদের বলতো যে, মুহাম্মাদﷺ তোমাদের কাহিনী বলছে। তার চেয়ে ভালো কাহিনী আছে আমার কাছে। আসো, এবার আমার কাছ থেকে শোনো।

সে তাকে বললো, "মুসাব, অনুগ্রহ করে আল্লাহর রসূলﷺ এর সাথে কথা বলো।" তিনি বললেন, "তুমি কি সেই না, যে আল্লাহর রসূলের সঙ্গীদের নির্যাতন করতে!"

আল্লাহর রসূলﷺ নাদের বিন হারিছকে ডেকে পাঠালেন। এবং আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন তাকে হত্যা করতে। তাকে আলাদা করা হয়েছিলো!

সে সময় তাঁরা মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলেন। যখন তাঁরা একটি বিশেষ এলাকায় পৌঁছলেন, তিনি নাদের ইবন হারিছকে হত্যা করলেন। আর কিছুদূর যাওয়ার পরেই আদেশ করলেন যে, উকবা ইবন আবী মুয়িদকে হত্যা করা হোক।

উকবা বললো, অভিশাপ আমার ওপর! আমাকে কেন হত্যা করার জন্য আলাদা করা হচ্ছে! আমার সাথে সব লোকই তোমার শত্রু। সবাই তোমার সাথে যুদ্ধ করেছে, সবাই তোমার সাথে লড়াই করেছে, সবাই আমার গোত্র কুরাইশ থেকে, আমাকে কেন আলাদা করে দেখছো?

আল্লাহর রসূলﷺ বললেন,

"কারণ হচ্ছে, আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে তোমার বিদ্বেষ!"

সে বললো, "হে মুহাম্মাদﷺ! আমাকে আমার লোকদের মত আচরণ কর। তাদেরকে যদি হত্যা করো তবে আমাকেও হত্যা কর। তাদেরকে মুক্তি দিলে আমাকেও মুক্তি দাও। তাদের থেকে যদি মুক্তিপণ নাও, তাহলে আমার থেকেও যা চাও, নাও!" ***আর তারপর সে বললো, "হে মুহাম্মাদﷺ, আমার সন্তানদের কে দেখবে?"***

আল্লাহর রসূলﷺ বললেন,

"জাহান্নামের আগুন! ও আসিব, একে নিয়ে যাও এবং এর গর্দানটা উড়িয়ে দাও।"

এরপর আল্লাহর রসূলﷺ বলেন,

"কত খারাপ লোক তুমি! আমি তোমার মতো কোনো লোককে চিনি না, যে আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূলের ওপর অবিশ্বাস করেছিলো! তুমি আল্লাহর নবীর ক্ষতি করেছো, তাই আমি আল্লাহর

প্রশংসা করি, যিনি তোমাকে হত্যা করেছেন এবং ***তোমাকে মরতে দেখে আমার চোখে তৃপ্তি দান করেছেন!"***

এটি খুবই পরিষ্কার যে, আল্লাহর রসূলﷺ এই লোকগুলোর সাথে ভিন্ন আচরণ করেছিলেন!

উম্মু ওয়ালাদ নাম্নী এক দাসীর হত্যার ঘটনা

আরেকটি ঘটনা হচ্ছে, ***একজন অন্ধ ব্যক্তি, যার অধীনে একজন দাসী ছিল,*** যার নাম ছিলো উম্মু ওয়ালাদ। উম্মু ওয়ালাদ হচ্ছে একজন আবদ্ধ নারী, যে তার মনিবের বাচ্চা বহন করেন। তাই তাকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হত এবং তার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধি প্রযোজ্য হয়। এই ব্যক্তি তার উম্মু ওয়ালাদ থেকে দু'জন সন্তান বহন করেন। কিন্তু এই মহিলা আল্লাহর রসূলﷺ কে অভিশাপ দিতেন। এবং তাকে তিনি তা না করার জন্য সাবধান করার পরেও সে বিরত হতো না!

এক রাতে সে আল্লাহর রসূলﷺ কে অভিশাপ দিয়েই যাচ্ছিলো। তখন তিনি একটি ছুরি নিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করলেন এবং ভিতরে চাপ দিতে থাকলেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়!

সকালে আল্লাহর রসূলের নিকট খবর পৌঁছল। আল্লাহর রসূলﷺ লোকজনকে একত্র করে বললেন, ***আমি আল্লাহর নামে তোমাদের আদেশ করছি, যে কাজটি করেছো, উঠে দাঁড়াও।*** অন্ধ ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়ালেন এবং হেঁটে রসূলﷺ এর সামনে এসে বসে পড়ে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমিই সেই ব্যক্তি, যে কাজটি করেছে। সে আপনাকে অভিশাপ দিতো এবং তাকে বিরত থাকার কথা বলার পরও সে বিরত হতো না! তার হতে আমার মুক্তার মতো সন্তান আছে এবং সে আমার প্রতি খুব সদয় ছিলো। কিন্তু গত রাতে ***সে আপনাকে অভিশাপ দিতে লাগলো। তাই আমি একটি ছুরি নিয়ে তাকে আঘাত করলাম এবং তাকে মেরে ফেললাম!"***

রসূলﷺ বললেন,

"জেনে রেখো যে, তার রক্তের কোনো মূল্য নেই।"

অর্থাৎ, তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নেই এবং যে তাকে হত্যা করেছে, তারও কোনো শাস্তি নেই!

আমি চাই, আপনারা এই লোকটার কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। তাঁর হতে তাঁর সন্তান ছিলো এবং তিনি তাদেরকে মুক্তা হিসেবে তুলনা করেছিলেন। এবং ***তিনি বলেন, সে আমার সাথে খুব সদয় ছিলো এবং তিনি হচ্ছেন একজন অন্ধ ব্যক্তি, যার এরকম সদয় নারীর প্রয়োজন ছিলো, যে তার সাথে প্রীতিকর ছিলো!***

কিন্তু যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ কে আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশি ভালোবাসতে হবে এবং নিজেদের পরিবারের চেয়েও আমাদের আল্লাহর রসূলকে বেশি ভালোবাসা উচিত এবং আমাদের উচিত তাকে পৃথিবীর যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসা। তাই তিনি যা করার, তা-ই করেছিলেন! যখন আল্লাহর রসূল ﷺ এর বিষয় হবে, মুসলিমদের এই রূপই হওয়া উচিত। এবং আল্লাহর রসূল ﷺ তিনি যা করেছেন, তার অনুমোদন দিয়ে বলেন, ***"জেনে রেখো, তার রক্তের কোনো মূল্য নেই।"***

আসমা বিনতে মারওয়ান নাম্নী এক মহিলাকে হত্যার ঘটনা

এরকম আরেকটি ঘটনা ঘটে যখন ***এক ব্যক্তি তার গোত্রের এক মহিলাকে হত্যা করে।*** আল্লাহর রসূল ﷺ কী বলেন এই ব্যাপারে? তিনি কি তাকে শাস্তির আদেশ দেন?

তিনি বলেন, "দুটো ছাগলও এই নিয়ে ঝগড়া করবে না।"

এবং আমরা এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করবো, যার বর্ণনা আল-ওয়াকিদী দিয়েছেন।

এই মহিলার নাম ছিলো ***আসমা বিনতে মারওয়ান।*** সে আনসারদের মধ্যে **একজন ভালো কবি ছিলো।** কিন্তু সে আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে কথা বলতো এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতো আর লোকদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতো। সে বলতো, "এই লোক আমাদের মধ্য থেকে নয়, এই লোক তো আমাদের গোত্রের নয়। তাহলে কেনো আমরা তাকে আতিথ্য দিচ্ছি এবং নিজেদের ওপর এই সকল বিপদ ডেকে আনছি, আমরা কেন তাকে আমাদের মাঝে থেকে নিরাপত্তা দিচ্ছি! তাকে বের করে দাও!"

আল্লাহর রসূল ﷺ এর হিজরতের কারণে আনসারদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। অর্থনৈতিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের মধ্যে অনেকে মারা যান, তাদের শহরকে আক্রমণ করা হয়। কিন্তু তারা এই সব সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য করছিলেন এবং এই জন্যই তাদের বলা হয় আনসার - যারা আল্লাহর রসূল ﷺ কে বিজয় এনে দেন।

তার পরিবার থেকে ***উমায়ের বিন আলী নামক এক অন্ধ ব্যক্তি বলেন, "আল্লাহর নামে আমি শপথ করছি যে, আল্লাহর রসূল ﷺ যদি মদীনায় ফিরে আসেন, আমি আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করবো!"*** রসূল ﷺ সে সময় বদরে ছিলেন।

যখন আল্লাহর রসূল ﷺ ফিরে আসলেন, ***উমায়ের বিন আলী মধ্যরাতে সরাসরি আসমা বিনতে মারওয়ানের কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাকে ঘিরে ছিলো তার সন্তানেরা এবং একজন তার বুকের দুধ***

পান করছিলো। তিনি হাতিয়ে দেখলেন যে, সে এই বাচ্চাটিকে ধরে রেখেছে। তাই তিনি হাত দিয়ে বাচ্চাটিকে সরিয়ে তার পাশে রাখলেন এবং তার তলোয়ারটি আসমার বুকে বিদ্ধ করে দিলেন।

এরপর তিনি ফযরের সালাত আল্লাহর রসূলﷺ এর সাথে আদায় করলেন। যখন আল্লাহর রসূলﷺ সালাত শেষ করলেন, তিনি উমায়ের-এর দিকে তাকিয়ে বললেন,

"তুমি কি মারওয়ানের মেয়েকে হত্যা করেছো?"

তিনি বললেন, জ্বি, আমি আমার বাবাকেও আপনার জন্য উৎসর্গ করে দেবো।

উমায়ের চিন্তিত ছিলেন যে, তিনি ভুল কিছু করেছেন এবং তাঁর উচিত ছিলো আল্লাহর রসূলﷺ এর অনুমতি নেয়া। কারণ রসূলﷺ ছিলেন ওয়ালি আল-আমর। তাই তিনি রসূলﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূলﷺ! *আমি কি কোনো ভুল করেছি?*

আল্লাহর রসূলﷺ কী বললেন?

তিনি কী বললেন, "আমার অনুমতি নেয়া তোমার উচিত ছিলো?"

তিনি বললেন, "দুটো ছাগলও তাকে নিয়ে ঝগড়া করবে না।"

অর্থাৎ, এই বিষয়টি এত পরিষ্কার যে, দুটো ছাগলেরও এই বিষয়েও ভিন্নমত থাকতে পারে না। এমনকি, পশুদেরও এই বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না।

সকল প্রশংসা আল্লাহর। অথচ এখন আমরা এই বিষয়ে ভিন্নমত দেখতে পাই!

আল্লাহর রসূলﷺ বলেছেন যে, প্রাণীদেরও এই বিষয়ে বোঝা উচিত। এটি এত সহজ যে, দুটো ছাগলও এই বিষয়ে ঝগড়া করবে না। তাহলে কীভাবে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিরা এই ব্যাপারে বিরোধ করে?

এরকম স্পষ্ট একটি বিষয়ে কীভাবে দ্বিমত থাকতে পারে এবং এত সহজবোধ্য যে, আলিমগণের মধ্যে এই বিষয়ে ঐকমত্য আছে; এবং ইনশাআল্লাহ আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো।

আল্লাহর রসূলﷺ তার চারপাশের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা যদি এমন ব্যক্তিকে দেখতে চাও, যে আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য করেছে এবং বিজয় এনে দিয়েছে, তাহলে উমায়ের ইবন আলীকে দেখ।"

উমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বললেন,

"দেখো এই অন্ধ ব্যক্তিকে, যে রাতের বেলায় বেরিয়েছিলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্য পালনার্থে।"

আল্লাহর রসূলﷺ বললেন,

“তাকে অন্ধ ডেকো না। কারণ সে একজন স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী।”

আজকে অনেক অন্ধ লোক আছে! আজকে অনেক অন্ধ লোক আছে!

উমায়ের ফিরে গিয়ে পেলেন যে, মহিলার গোত্রের কিছু লোক এবং সন্তানরা তাকে কবর দিচ্ছে। তারা তার কাছে এসে হুমকি দিয়ে বললো, “ও উমায়ের! তুমিই সেই, যে তাকে হত্যা করেছো! আমরা আওস এবং খাজরাজের লোকদের কথা বলছি, যারা জন্ম নিয়েছে যুদ্ধে, এরা ছিলো যোদ্ধা!”

তিনি বললেন, “হ্যাঁ, আমি তোমাদের সবাইকে আহবান করছি একত্রিত হয়ে এসো। যদি তোমাদের মধ্যে একজনও তার মতো আচরণ করো, আমি তোমাদের সবারই বিরুদ্ধে লড়বো, যতক্ষণ না তোমাদের সবাইকে হত্যা করছি অথবা নিজে মারা যাচ্ছি।”

এই চ্যালেঞ্জের ফল কী ছিলো, এটা কি তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিলো। কারণ, এটি ছিলো ঠিক আল্লাহর রসূলের হিজরতের কিছু দিনের মধ্যে, বদরের যুদ্ধের ঠিক পরপর যখন সকল আনসার তখনো মুসলিম হননি। এরকম কিছু হয়তো মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো। এই লোকটি তাদের চ্যালেঞ্জ করে বলছিলো যে, ***তোমাদের মধ্যে কেউ আমার বিরোধিতা করলে তোমাদের সবাইকে হত্যা করবো!***

কিন্তু আল-ওয়াকিদীর মতে, আসলে যা ঘটল সেটি হচ্ছে, এই সময়টিতেই ইসলামের বিস্তার ঘটল। কারণ, লোকদের ভয়ে যে সকল মুসলিম পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলো, ইসলামের শক্তি দেখে তারা বেরিয়ে আসতে শুরু করল।

তাহলে আমরা এই ঘটনা এবং পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে কী শিখলাম?

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে যে, শাসকের অনুমতি নেওয়ার বিষয়!

আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি, কেউ আপনার বাসা আক্রমণ করল এবং আপনাকে হত্যা করতে চাইল, রসূলﷺ এই বিষয়ে কী বলেন?

যে নিজের সম্পদ রক্ষার্থে জীবন দেয়, সে শহীদ, যে আত্মরক্ষা করতে মারা যায়, সে শহীদ, এবং ***যে ঈমান রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ,*** যে তার পরিবার রক্ষা করতে মারা যায়, সে শহীদ।

আমি নিশ্চিত, আপনারা সবাই এই হাদীসটি জানেন! এখন কেউ আপনার ঘরে এসে আপনাকে আক্রমণ করলো, আর আপনার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। এবং আপনি প্রতিহত করতে চান। ***এই বিষয়ে ইসলামিক বিধান খুব স্পষ্ট!***

আপনার কি শাসকের অনুমতি নিতে হবে?

লোকটি আপনার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে আছে আর আপনি ফোন উঠিয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস কিংবা রাজার কাছে ফোন করছেন এবং অনেকগুলো সেক্রেটারি পার হয়ে আর অনেক লাল ফিতা পার হয়ে যখন আপনি তার কাছে পৌঁছলেন, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করছেন, আমাকে কেউ হত্যা করার চেষ্টা করছে। অনুগ্রহ করে একটু জানাবেন, আমি কি নিজেকে হিফাজত করতে পারি?

এর কী অর্থ হয়? তাই আপনার যদি ইমামের অনুমতি না লাগে, নিজের আত্মরক্ষার জন্য, **তাহলে আল্লাহর রসূলﷺ এর সম্মান রক্ষার্থে আপনার ইমামের অনুমতি নেয়া লাগবে?**

যে লোকটি বনী খাতমার নারীকে হত্যা করেছিলেন, আল্লাহর রসূলﷺ জীবিত থাকা অবস্থায়, তিনি কি তার অনুমতি নিয়েছিলেন?

না, তিনি নেননি।

এবং যে অন্ধ ব্যক্তি তার সন্তানের মাকে হত্যা করে, তিনি কি পূর্বে আল্লাহর রসূলের অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন?

না, তিনি নেননি।

তারা করেছিলেন এবং রসূলﷺ তাদের কর্মের অনুমোদন দিয়েছিলেন, এই বলে যে, "দুটো ছাগলও এই বিষয়ে ঝগড়া করবে না।" আল্লাহর রসূলের সম্মান, ইমামের অনুমতি নেয়ার বিষয়ের ঊর্ধ্বে!

প্রথমে, কে সে ইমাম, যে আল্লাহর রসূল-এর সম্মান রক্ষার অনুমতি আপনাকে দেবে। এটি যে কোনো শাসকের মর্যাদার চেয়েও অনেক উঁচুতে!

ভাই ও বোনেরা! খেয়াল রাখুন, আমরা কার বিষয়ে কথা বলছি! আমরা কথা বলছি, আল্লাহর রসূলﷺ কে নিয়ে।

আল্লাহর রসূলﷺ এর সম্মান রক্ষার্থে আপনার কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই!

তিনি এই সবের অনেক ঊর্ধ্বে। আল্লাহর রসূলﷺ হচ্ছেন তিনি, যার ওপর আল্লাহ এবং তার ফিরিশতাগণ এবং ঈমানদারগণ দু'আ পড়েন!

আল্লাহ্‌র রসূলﷺ হচ্ছেন বিশেষ এবং তার কিছু বিশেষ আহকাম আছে। তার সাথে আচরণ হবে ভিন্ন! এই আইনগুলো আল্লাহর রসূলﷺ ওপর প্রযোজ্য নয়।

এটি এমন একটি বিষয়, যা স্পষ্ট করতে হবে।

বানু বকর গোত্রের এক কবির হত্যার ঘটনা

এরপর আসে বানু বকর গোত্রের এক কবির ঘটনা।

বানু বকর ছিলো কুরাইশের মিত্র। অপরদিকে, খুজায়া নামে মুশরিকীনদের এক গোত্র, যারা রসূলﷺ এর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে খুজায়া গোত্র আল্লাহর রসূল এর সাথে জোটবদ্ধ হলো, আর বানু বকর কুরাইশদের সাথে গেল। বানু বকর গোত্রের মধ্যে এক কবি ছিলো, যে আল্লাহর রসূলﷺ এর বিরুদ্ধে কথা বলতো। খুজায়া গোত্রের এক যুবক একদা সেই বানু বকর গোত্রের সেই কবিকে আঘাত করলো। যার ফলে সে ব্যথা পেলো, কিন্তু মারা গেলো না। ***বানু বকরের একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর রসূলﷺ এর কাছে গিয়ে এই ঘটনা তাকে অবহিত করলো। তিনি বললেন, তার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তাকে হত্যা করো।***

পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের সময়ে, বনু বকর ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্য থেকে নাওফেল বিন মুওয়াবিয়া রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট, সেই কবির ব্যাপারে সুপারিশ করতে আসে। কে ছিল এই নাওফেল বিন মুওয়াবিয়া? নাওফেল বিন মুওয়াবিয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সেই হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে মসজিদ আল-হারাম-এর মধ্যে খুজায়াহ গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করে, অথচ তার সাথে অনুসারীরা কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাকে বলছিলো, "এই পবিত্র জায়গার মধ্যে হত্যাযজ্ঞ চালানোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।"

তখন সে বলেছিলো, "আজ কোনো প্রভু নেই, আজ শুধু প্রতিশোধের দিন, আজ আল্লাহকে ভুলে যাও, আজ শুধু প্রতিশোধ নাও।"

এই নাওফেল বিন মুওয়াবিয়া, যে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো এবং তাঁর মিত্র খুজায়াহ গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করে করেছিলো, অথচ সে এসেছে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে, সেই কবির ব্যাপারে সুপারিশ করতে।

কার অপরাধটি বেশি বড় ছিল, নাওফেল বিন মুওয়াবিয়া নাকি সেই কবির অপরাধ? নাওফেল বিন মুওয়াবিয়া কি বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি? তারপরেও তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ক্ষমা করেছিলেন। সে এসে সেই কবির বিষয়ে সুপারিশ করে বলেছিল, "হে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খুজায়াহ গোত্রের লোকেরা বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করেছে, সে এখন মুসলিম হতে চায় এবং তওবা করতে চায়। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তওবা কবুল করলেন।

এতক্ষণ আমি আপনাদের সামনে, ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনাগুলো উল্লেখ করলাম। এখন চলুন, আমরা দেখি, আলিমগণ এ সংক্রান্ত বিষয়াবলীর ব্যাপারে কি বলেছেন এবং তাদের অভিমত কী ছিল:

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের সামনে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে আলিমদের মতামত তুলে ধরছি। কিন্তু দুটো কিতাব আছে যেখানে এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। যদি কেউ আরো বিশেষ কিছু জানতে চান, তাহলে আমি আপনাদের সেই কিতাব দুটো পড়ার অনুরোধ করবো।

প্রথম কিতাবটি হচ্ছে রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে নিন্দা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এবং কিতাবটি হলো, শাইখুল হাদীস ইমাম ইবন তাইমিয়্যার লেখা *"আস সারিম আল মাসলূল আলা শাতিম আর রসূল" "রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে অপবাদকারীর ওপর তলোয়ার।"*

আরেকটি কিতাব হল *"আশ শিফা' ফি আহওয়াল আল মুস্তাফা"* যার রচয়িতা কাদী ই'য়াদ - একজন মালিকি শাইখ। কিতাবটিতে সাধারণভাবে রসূল ﷺ এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু *শেষ পর্বে এসে বিশেষভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদকারীর কথা বলা হয়েছে।*

আমরা ইবনে তাইমিয়্যার কথা দিয়েই শুরু করছিঃ

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: *"যে কেউ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে গালি দেবে - সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, তাকে হত্যা করতে হবে।"*

এবং তিনি বলেন: **"এই রায়ের বিষয়ে সকল আলিমের মধ্যে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে।"**

এবং ইবনে মুনজির বলেন, "এই ব্যাপারে আমাদের আলিমগণ একমত যে, যে ব্যক্তি রসূল ﷺ-কে অভিশাপ দেবে, তাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশে দেয়া হবে।"

এবং *এটা মালিক, আল লাইথ, আহমাদ, ইসহাক, শা'ফি এবং নুমান ইবনে হানিফার মতামত।*

আবু হানিফার মতামত হচ্ছে যে, "যে মুসলিম রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে কথা বলবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং অমুসলিম, যার সাথে কোনো চুক্তি নেই, তাকেও একইভাবে দণ্ডাদেশ দেয়া হবে।"

তিনি শুধুমাত্র জিম্মিদের এই তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন - অমুসলিম কিন্তু জিম্মি - যে জিযিয়া কর দেয়, এদের ব্যাপারে আবু হানিফার মতামত হচ্ছে যে, তারা কাফির, তাদের শুরুটাই হচ্ছে কুফরী দিয়ে, সুতরাং এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে?

সুতরাং মুসলিম এবং মুহারিবের পরিস্থিতিতে সব ধরনের আলিমগণ একমত, শুধুমাত্র একটি ভিন্নমত আছে এবং তাও জিম্মিদের ক্ষেত্রে একটি ছোট মতামত।

এবং এরপর ইবনে তাইমিয়্যাহ জিম্মিদের বিষয়ে আরো বিস্তারিত বলেছেন যে, "একজন জিম্মি - যে জিযিয়া দিয়ে থাকে - **যখন সে রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে, তার অঙ্গীকারনামা বাতিল হয়ে যায় এবং তাকেও মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া উচিত।"**

কাদী ই'য়াদ আশ শিফা' তে বলেন, **"যে কেউ এমন কোনো কথা বলল, যা রসূল ﷺ এর নিন্দা করে বলা হয়, কোনো ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হবে।"**

এবং এমনকি ইবন আতাব বলেন, **"কোরআন এবং সুন্নাহ এই ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয় যে, যে কেউ রসূল ﷺ এর ক্ষতি করার চেষ্টা করে অথবা তাঁর নিন্দা করে, তাকে হত্যা করা উচিত, এমনকি যদিও এটা একটা ক্ষুদ্র বিষয়ও হয়ে থাকে।"**

এমনকি ইমাম মালিক বলেন, **"যদি কেউ বলে থাকে যে, রসূল ﷺ এর জামার বোতামটাও ময়লা, তাহলে তাকেও মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া উচিত।"**

এমনকি যদিও এটা কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কথা বলার মত হয়, তারপরও তাকে দণ্ডাদেশ দেয়া উচিত।

এবং এরপর কাদী ই'য়াদ বলেন, "আমরা এছাড়া আর কোনো ভিন্ন মতামত জানি না, **এই ব্যাপারে সবাই একমত এবং আমরা আর কোনো ভিন্ন মতামত জানি না।"**

এখন প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনাদের মধ্যে যারা ***'উসুল আল ফিকহ'*** কিতাবটি পড়েছেন, তারা বুঝতে পারছেন যে, ইজমা হচ্ছে হুজ্জাহ - ***যখন আলিমগণ কোনো একটা ব্যাপারে - একমত পোষণ করেন - ঠিক কোরআন ও সুন্নাহ-এর মতো, কারণ রসূল ﷺ বলেন:***

"আমার উম্মাহ কোনো একটি ভুল বিষয়ের ওপর একমত হতে পারে না।" [মুসনাদে আহমাদ]

ইমাম মালিক বলেন, **"মুসলিম হোক আর কাফির হোক, কোনো তফাত নেই, তাকে কোনো সতর্কতা ছাড়াই হত্যা করতে হবে।" (অর্থাৎ যে আল্লাহর রাসুলকে গালি দেবে অথবা নিন্দা করবে)**

আল ওয়াকিদী একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন: খলিফা হারুন আর রাশিদ একটি লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইমাম মালিককে, যে নাকি রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল। আর রাশিদ ইমাম মালিককে বলেন যে, "ইরাকের ফুকাহারা-এর ব্যাপারে একটা ফতোয়া দিয়েছেন যে, একে চাবুক দিয়ে প্রহার করতে হবে।"

ইমাম মালিক রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, "হে আমিরুল মু'মিনীন! কীভাবে উম্মাহ টিকে থাকতে পারে, যখন তার নবীকে অভিশাপ দেয়া হয়! **যে নবীকে অভিশাপ দেয়, তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিতে হবে, এবং যে রসূল ﷺ এর সাহাবাদের অভিশাপ দেবে, তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করতে হবে।"**

এই ধরনের পরিস্থিতিতে এটাই ছিল ইমাম মালিকের প্রতিক্রিয়া!

যখন তিনি এটা শুনলেন, তিনি এই ধরনের তথাকথিত ফুকাহাদের ওপর খুবই রাগান্বিত হলেন, যারা এই ধরনের ভুল ও মিথ্যে ফতাওয়া দিয়েছিল। তিনি বলেন যে, "রসূলﷺ এর বিরুদ্ধে এবং সাহাবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। **যদি তুমি আল্লাহর রসূলﷺ এর বিরুদ্ধে কথা বলো, তাহলে তোমার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়া হবে।** আর যদি তুমি সাহাবাদের বিরুদ্ধে কথা বলো, তাহলে তোমাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করা হবে।"

এখন আমরা আল কাদী ই'য়াদ এর মতামতগুলো শুনবো:

আল কাদী ইয়াদ বলেন: "এই ঘটনাটি ইমাম মালিকের একজন ঘনিষ্ঠ সাথী আমাদের নিকট বলেছিলো এবং যিনি কিতাবটি তার সম্পর্কে লিখেছিলেন।"

এবং এরপর তিনি বলেন, "ইরাকের এই সব আলিমর কারা এবং কারা এই সব ফতাওয়া দিয়েছিল এই সম্পর্কে আমার নিকট কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই এবং আমরা ইতিমধ্যে ইরাকের আলিমদের মতামত উল্লেখ করেছি যে - **তাকে প্রাণদণ্ডাদেশ দিতে হবে।"**

এরপর তিনি বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদন করেন: "সম্ভবত তারা ছিলেন এমন সব আলিম, যারা তখনও আলিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেননি, অথবা তারা ছিলেন এমন, যাদের ফতাওয়া বিশ্বাসযোগ্য ছিলো না, অথবা তারা ছিলো এমন যারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো। অথবা সম্ভবত যে লোকটি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সে হয়তো অভিশাপ দেয়নি [এই ব্যাপারে একটা ভিন্নমত আছে যে, এটা কি অভিশাপ ছিলো কি না - কিছু বিষয় ছিলো অস্পষ্ট, কারণ খলিফা ইমামের নিকট তা খোলাখুলি ব্যক্ত করেননি] অথবা এমন হতে পারে যে, লোকটি আল্লাহর রসূলﷺ কে অভিশাপ দিয়েছিলো এবং পরে তাওবা করেছে। কারণ এই ব্যাপারে সব আলিমের মধ্যে ইজমা রয়েছে যে, **যদি কেউ আল্লাহর রসূলﷺ কে অভিশাপ দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে।"**

এখন প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এই ঘটনাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অদ্ভুত কিছু ফতাওয়ার সম্মুখীন হয়েছি। এটা সত্যিই মজার ব্যাপার যে, কীভাবে কতিপয় লোক আল্লাহর শত্রুদের খুশি করার নিমিত্তে নিজেরাই নিজেদের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন:

"অতঃপর যাদের অন্তরে মোনাফিকীর ব্যাধি রয়েছে তাদের তুমি দেখবে যে, তারা বিশেষ তৎপরতার সাথে এই বলে তাদের সাথে মিলিত হচ্ছে যে, আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, কোনো বিপর্যয় এসে আমাদের উপর আপতিত হবে। " [সূরা আল মায়িদা-৫২]

তারা মুনাফিক, এবং তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, এবং তারা এই ভয়ে আছে যে, যদি তারা কথা বলে তাহলে তাদের ওপর একটি বিপর্যয় আপতিত হবে, কারণ তারা আল্লাহকে ভয় করার চেয়েও আল্লাহর শত্রুদের বেশি ভয় করে। মুসলিম বিশ্বের মুসলিমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাল, কারণ তারা যা শুনেছে তাতে তারা যথেষ্টই ক্ষুদ্ধ ছিল! এই সরলমনা মুসলিমদের অন্তরে রসূল ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা বিদ্যমান আছে - এটাই তাদের ফিতরাহ। তারা আলিম নয়, কিন্তু তারা মুসলিম, যারা আল্লাহর রসূল ﷺ কে ভালোবাসে। স্বাভাবিকভাবেই তারা বিদ্রোহের জন্য রাস্তায় নেমে এসেছিল। এখন আমরা এই বিদ্রোহের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতেও পারতাম অথবা নাও করতে পারতাম, অথবা আমরা এর সুফল এবং এর পরিণতি কোথায় যাবে অথবা আদৌ এটা আমাদের জন্য উপকারী কি না, তা নিয়ে বিতর্কও করতে পারতাম। কিন্তু যে বিষয়টির প্রতি আমাদের খেয়াল রাখা দরকার, তা হলো, মুসলিমদের মধ্যে উদ্দীপনা, যা তাদেরকে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে তাড়িত করেছিলো, এটা তাদের ফিতরাহ, আল্লাহর রসূল ﷺ এর প্রতি তাদের ভালোবাসা। তারা পতাকা পুড়িয়েছিল এবং এটা-সেটা অনেক কিছু করেছিল।

এখন আলিমগণ, এই ক্ষেত্রে জনগনের দায়িত্ব এবং শারীআহ [ইসলামিক বিধান] এবং হুকুম [আইন] তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেননি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন:

“তোমরা একে মানুষের নিকট প্রকাশ করবে এবং তোমরা একে গোপন করবে না।” [সূরা আল ইমরান - ১৮৭]

অর্থাৎ, আলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে, মানুষদের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা এবং গোপন না করা।

প্রকৃত অর্থে, তারা মানুষদের আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে না বলে বরং তাদের দ্বিধায় ফেলে দিচ্ছে, তারা তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য নিন্দা করছে, তারা তাদেরকে পতাকা পোড়ানোর জন্য নিন্দা করছে, তারা তাদেরকে রাস্তায় বের হয়ে পড়ার জন্য নিন্দা করছে, এবং তাদের কেউ কেউ এই সব বিদ্রোহীর ড্যানিশ পণ্য বর্জনের জন্যও নিন্দা করছে, কারণ তাদের অভিমত হচ্ছে যে, “এটা তাদের এবং আমাদের মাঝে সম্পর্ক-উন্নয়নের জন্য সহায়ক নয় এবং আমাদের তাদের সাথে সর্ম্পকের এবং শূন্যতা পূরণের সেতুবন্ধন তৈরি করা উচিত” এবং আরো কিছু প্রলাপ বাক্য!

কোথায় সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এর হুকুম? কীভাবে এটা মানুষের নিকট স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়নি?

যদি আপনি সত্য বলতে না পারেন, তাহলে আপনি নিশ্চুপ থাকুন!

“যে আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে, তার হয়তো ভাল কথা বলা উচিত এবং ভালো বলা অথবা নিশ্চুপ থাকা উচিত!” [আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, বুখারী এবং মুসলিমে উদ্ধৃত]

আপনি দেখবেন এমন সব লোক, যারা আলিমের ছদ্মবেশ ধারণ করে জনগণকে প্রতারিত করছে আর বলছে তোমাদের এটা করা উচিত না, ওটা করা উচিত না এবং মানুষ যা করছে তারা তার নিন্দা করছে!

তারা এমন কী করেছিলো? জনগণ বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিলো এবং তারা ড্যানিশ পণ্য বয়কট করতে চেয়েছিলো! আমি মনে করি, এগুলো সেই সব জিনিস, যা মুহাম্মাদﷺ এর অনুসারীদের চেয়ে গান্ধীর অনুসারীদের জন্য অনেক বেশি মানানসই, যিনি বলেন:

"আমি হচ্ছি দয়ার নবী এবং আমি হচ্ছি যুদ্ধের নবী!" [বুখারীর ইমাম অধ্যায় সি -২, পৃষ্ঠা ৩২২, তিরমিযী সি-৩, পৃষ্ঠা ১৫২ নাওয়াধির আল উসুল ফি আহাদীত আর রসূল]

মুহাম্মাদﷺ যিনি বলেন:

"আমি বিচার দিবসের পূর্বে তলোয়ার সহ প্রেরিত হয়েছি, শুধুমাত্র এই কারণে যতক্ষণ না মানুষ এক আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেবে।" [ইবনে ওমার হতে বর্ণিত, মুসনাদে আহমাদ হাম্বাল (৯২/২) এবং সহীহ আল-জামি(২৮৩১)]

"আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে।" [ইবনে ওমার হতে বর্ণিত, বুখারী (ফাতহুল বারী, কিতাব আল ঈমান) এবং মুসলিম এ]

তিনি কুরাইশের লোকদের বললেন:

"আমি তোমাদের জবাই করার জন্য এসেছি।" [আব্দুল্লাহ বিন আমর কর্তৃক বর্ণিত, মুসনাদে আহমাদ এর ২১৮/২(৭০৩৬)

আমরা রসূলﷺ এর অনুসারী! আমরা গান্ধীর অনুসারী নই! আমাদের জানা উচিত যে, আমরা কারা এবং আমাদের ব্যাপারে তাদেরও জানা উচিত, যারা আমাদের সাথে মেলামেশা করে; আমরা আল্লাহর রসূলﷺ এর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখছি! এটা আল্লাহর রসূলﷺ এর বিরুদ্ধে ঠাট্টা!

এবং এর পরের বিষয়গুলো আরও খারাপ, লারস উইলশ নামে একটি সুইডিশ লোক আল্লাহর রসূলﷺ এর ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছিলো, আমরা আল্লাহর নিকট থেকে পানাহ চাই - এই ধরনের কথাগুলো বলাও তো যে কারো জন্য খুবই কঠিন! সে আল্লাহর রসূলﷺ এর চিত্র একটি কুকুরের ছবির আদলে অঙ্কন করেছে।

এবং এরপর ঐসব দুর্বৃত্ত তাদের বিরুদ্ধে নিন্দা করে ফতাওয়া দেয়, যারা সেই লোকটিকে হুমকি দিয়েছিল। *কুফরটির ব্যাপারে কথা না বলে এবং শারীআহ'র হুকুম কী, তা না দেখিয়ে শুধুমাত্র মুসলিমদের নিন্দা করতে এসেছে!* তাহলে আলিমের দায়িত্ববোধ পূর্ণ করা কোথায়?

একজনের হয়তো এই ভূমিকা পরিপূর্ণভাবে পালন করা উচিত এবং হক ও সত্য কথা বলা উচিত অথবা স্কলার বা আলিমের বেশ ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকা উচিত। আমরা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপার নিয়ে কথা বলছি!

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ তার সাথীদের বললেন যে, যখন তোমরা দেখবে যে, আমি তার মাথায় হাত দিয়েছি, তখন তোমাদের তলোয়ার দিয়ে তার মস্তক দেহ থেকে আলাদা করে দেবে, এটাই যা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে আমাদের মধ্যে কোনো মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ নেই!

আমাদের সম্পদ এবং আমাদের নিজস্ব যা কিছু আছে, তা দিয়ে আল্লাহর রসূলﷺ-কে নিরাপত্তা দিতে হবে, এবং এটাই আল্লাহর রসূলﷺ এর প্রতি আামাদের দায়িত্ব। ঠিক কাদী ইয়াদের মতই আমরা বলতে চাই: "এই সব আলিমের সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই" এবং কাদী ইয়াদ যে কথাগুলো বলেছিলেন, আমরাও তাই বলতে চাই: "সম্ভবত ইলমের ক্ষেত্রে তারা অতটা সুপরিচিত নন অথবা আমরা তাদের ফতাওয়াতে বিশ্বাস করি না অথবা তারা এমন ধরনের লোক, যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে!"

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: "যে কেউ আল্লাহর রসূলﷺ কে অভিশাপ দেবে, এটা ওয়াজিব, এটা আবশ্যক তাকে হত্যা করে ফেলা, যদি সীরাতে এর কোনো ব্যতিক্রম থেকে থাকে, তার কারণ হলো তারা রসূলﷺ কাছে এসেছে এবং তাদের তাওবার ঘোষণা দিয়েছে এবং তারা মুসলিম হয়েছে, কিন্তু যদি তারা তা না করে, তাহলে তাদের ওপর শারীআতের হুকুম অব্যাহত আছে।"

এবং তিনি আরো বলেনঃ "আল্লাহর রসূলﷺ কে অভিশাপ দেয়া, অন্য আর যে কোনো পাপের চেয়েও বড় পাপ, আর যে কারণেই এর শাস্তিটাও অন্য আর যে কোনো পাপের শাস্তির চেয়ে বড় এবং যদি এই ধরনের কোনো ব্যক্তি কাফির হয়, যে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছে, তাহলে এটা অবধারিতভাবেই বিজয়, আল্লাহর রসূলﷺ এর দিকেই ধাবিত হবে, এবং তার রক্তপাত ঘটানোর সন্ধানে থাকা একটি বড় ধরনের কাজ, এবং একটি উঁচু মাত্রার আবশ্যকীয় কাজ, এবং এমন একটা কাজ, যা যে কেউ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে করতে চাইবে, এবং এটা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বড় কাজগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।"

এগুলো হচ্ছে ইবনে তাইমিয়্যার কথা, এগুলো হচ্ছে আমাদের আলিমদের কথা।

এখন উপস্থাপিত কিছু যুক্তির কথা বলছি, আর তা হলো এই যে, যখন ইহুদীরা আল্লাহর রসূলﷺ এর কাছে আসল তখন তারা "আসসালামু আলাইকুম" এর পরিবর্তে "আসসামু আলাইকুম" বলে; যার অর্থ হচ্ছে "আপনার মৃত্যু হোক।"

আয়িশা (রাঃ) তাদেরকে অভিশাপ দিলেন এবং আল্লাহর রসূলﷺ তাঁকে বললেন:

"আল্লাহ সর্বশক্তিমান, এবং তিনি সকল ক্ষেত্রে কোমলতাকে পছন্দ করেন।" [২৮-বুখারীঃ কিতাব ৮ (আল আদাব)ঃ খন্ড ৭৩ঃ হাদীস ৫৭]

সুতরাং এই থেকে বোঝা যায় যে, এই ধরনের লোকদের সাথে আমাদের কিভাবে সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং কাদী ইয়াদ কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া এবং যুক্তিখণ্ডন না করেই এটাকে ছেড়ে দেননি।

কাদী ইয়াদ বলেন: "এই হাদীস এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য হাদীসগুলো ছিল ইসলামের শুরুর দিককার, কিন্তু এর পর শারীআহর হুকুম ছিল, তাদের ক্ষমা করা উচিত হবে না।" সুতরাং তিনি বলেন যে, এই হুকুমটি মানসুখ হয়ে গেছে - রহিত হয়ে গেছে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: "প্রথম বিষয় হলো যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে বোঝা যায় যে, এটা সরাসরি আল্লাহর রসূলﷺ এর প্রতি অভিশাপ ছিলো না, কারণ এটা ছিলো এমন কিছু যা, সকলের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান ছিলো না।"

এরপর তিনি আরো বলেন যে, "আল্লাহর রসূলﷺ ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু আমরা পারি না! এটা আল্লাহর রসূলﷺ এর হক (অধিকার), এটা এমন কিছু, যা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে - ক্ষমা করা আর না করা - কারণ তাঁর প্রতি এই ক্ষতিটা করা হয়েছে, সুতরাং ক্ষমা করার অধিকারও তাঁর আছে!"

কিন্তু আমাদের সেই অধিকার নেই, এটা আল্লাহর রসূলﷺ এর একটি অধিকার, সেই কারণে তিনি এমন একজন, যিনি ক্ষমা করতে পারেন!

সুতরাং ক্ষমা করবেন কি করবেন না, এটা আল্লাহর রসূলﷺ এর দায়িত্ব।

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: "আল্লাহর রসূলﷺ এর ওফাতের পর, আমরা কাউকে ক্ষমা করতে পারি না। আমরা মানুষকে ক্ষমা করতে পারি, যখন তারা আমাদের ক্ষতি করে, কিন্তু যখন আল্লাহর রসূলﷺ এর ক্ষতি করে, তখন না!"

আরেকটি যুক্তি হলো যে, কাফিররা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে অভিশাপ দিলো এবং বললো যে, আল্লাহর একটি পুত্রসন্তান আছে - যখন তারা ঈসা সম্পর্কে কথা বলছিলো, তাই এটাও বড় ধরনের একটি পাপকাজ।

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: "যখন তারা আল্লাহ সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলে, তারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে অভিশাপ দেয়ার জন্য বলেনি, এটা তাদের বিশ্বাস এবং দৃঢ়ভাবেই তা বিশ্বাস করে। এবং

যখন তারা তা বলে, অভিশাপ দেয়ার প্রতি তাদের ইচ্ছে ছিল না! **কিন্তু যখন তারা আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কে কথা বলে, তাদের ইচ্ছে থাকে মুসলিমদের ক্ষতি করা, ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং সেই কারণে এই দুটো পুরোপুরিই আলাদা!"**

পরিশেষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

প্রথমত: আল্লাহর রসূল ﷺ এর প্রতি নিন্দা তাঁর কোনো ক্ষতি করেনি! কোনো ক্ষতি করতে পারে না! আল্লাহর রসূল ﷺ হচ্ছেন একজন বিশেষ সম্মানিত, তাঁর নাম মুহাম্মাদ - যিনি অনেক বেশি প্রশংসিত!

বিশ্বব্যাপী প্রতিটি একক মুহুর্তে এবং প্রতিটি ভিন্ন সময়ে, মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসে আযানের ধ্বনি "আসহাদুআন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এবং অনেক ফিরিশতা রয়েছেন যারা বলছেন, "সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদ" এবং **সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা রসূল ﷺ এর প্রতি সালাহ পেশ করছেন।**

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর ফিরিশতারা নবীর ওপর দরুদ পাঠান।" [সূরা আহযাব-৫৬]

এবং বিশ্বব্যাপী প্রচুর ঈমানদার রয়েছেন, যারা প্রতিনিয়ত আল্লাহর রসূল ﷺ ওপর দরুদ পেশ করে থাকেন। সুতরাং সেই পাপিষ্ঠরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে যা কিছুই বলবে, তা তাঁর ক্ষতি করবে না!

কিন্তু এটা আমাদের জন্য ক্ষতি; আল্লাহর রসূল ﷺ এর প্রতি এই নিন্দা আমাদের পক্ষ থেকে উপেক্ষা করা একটি পাপ! সুতরাং আমরাই তারা, যাদের ক্ষতি হয়েছে, আমাদের এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। এটা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত: এমনকি যদিও বিষয়টি আমাদের রাগান্বিত করে, কুফফারদের পরাজয় একেবারেই যে সন্নিকটে, এটা তার লক্ষণ।

কারণ ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: "অনেক নির্ভরযোগ্য মুসলিম (যারা অভিজ্ঞ এবং ফকীহ) বেশিরভাগ সময়ই তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, যখন তারা শামের শহর, দুর্গ এবং খ্রিষ্টানদের আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তারা বলেছেন যে, আমরা শহর অথবা দুর্গকে মাসাধিককাল ধরে আবদ্ধ করে রেখেছিলাম, আমাদের অবরোধে তাদের কিছুই করার ছিল না, এবং আমরা প্রায়ই তাদেরকে ত্যাগ করে ছেড়ে চলে যাওয়ার অবস্থায় ছিলাম! এরপর যখনি তারা আল্লাহর রসূল ﷺ কে অভিশাপ দিতে লাগল, হঠাৎ করে এর পতন আমাদের হাতে আসতে লাগল, কখনও কখনও এর পতন হতে একদিন

বা দুইদিন লাগছিলো এবং এটা শক্তির দ্বারা খুলে গেলো। আমরা এটাকে একটা শুভ সংবাদ হিসেবে গ্রহণ করলাম, যখন আমরা শুনলাম যে, আল্লাহর রসূলﷺ এর প্রতি অভিশাপ দেয়া হয়েছে, এমনকি যদিও তাদের প্রতি আমাদের অন্তর ছিল ঘৃণায় পরিপূর্ণ, কিন্তু আমরা এটাকে একটা শুভ সংবাদ হিসেবে দেখলাম, কারণ এটা ছিল আমাদের আসন্ন বিজয়ের একটি লক্ষণ।”

এবং এটা ছিল সূরা আল কাওছার এর একটি আয়াতের অর্থ:

নিঃসন্দেহে তোমার শত্রুরাই হচ্ছে শেকড়কাটা [অসহায়]।

সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মুহাম্মাদﷺ এর শত্রুদের শেকড় কেটে দিলেন।

এবং এখন যে ঘটনাটি ঘটছে, সবচেয়ে বাজে ঘটনাগুলোর একটা, মুহাম্মাদﷺ এর প্রতি নিন্দার ঘটনা! বস্তুত, হতে পারতো এটা আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে ঘটনা, কারণ এর শুরুটা হয়েছিল ডেনমার্কের একটি পত্রিকার সংবাদ পরিবেশন দিয়ে এবং এরপরই বিশ্বব্যাপী অনেক সরকার এবং সংবাদপত্রগুলো “বাকস্বাধীনতা” শিরোনাম দিয়ে এর প্রতি তাদের সংহতি প্রকাশ করেছে এবং সেই সুবাদে কার্টুনটি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী!

এবং এরপরই আমাদের সামনে এলো সেই অপ্রত্যাশিত সুইডিশ কার্টুন, যা মুহাম্মাদﷺ এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিলো, যা নাকি আমাদের শোনা এখন পর্যন্ত নিন্দার মধ্যে সবচেয়ে বাজেগুলোর একটি!

এবং এরপর আমাদের সামনে এলো সেই ঘটনাটি, সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে অমর্যাদা করা হয়েছিল, যা আমরা এর আগে কখনও শুনিনি - আল্লাহর কিতাবকে টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করা এবং শ্যুটিংয়ে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করা!

তাই এখন যা ঘটছে এবং এর অসীম মাত্রা, যদিও তা প্রতিটি মুসলিমকেই রাগান্বিত করে কিন্তু এটা একটা লক্ষণ হওয়া উচিত যে, এই কুফফারদের পরাজয় একেবারেই দ্বারপ্রান্তে।

শেষ বিষয়: প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মুসলিম উম্মাহ হিসেবে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না!

৬১৫ সালে মিসরের দিমইয়াত শহরে ক্রুসেডারদের হামলা এবং দখল করার পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ ক্রুসেডের সময়, আইয়ুবী আমির মোহাম্মদ কামিল মানসূরাহতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় ছিলেন। এই কথাটা প্রচলিত ছিল যে, **ক্রুসেডারদের মধ্য থেকে একটা লোক প্রতিদিন নিয়ম করে বেরিয়ে আসত এবং রসূলﷺ কে খুব খারাপ ভাষায় অভিশাপ দিতো** এবং সে এই কাজটি দৈনন্দিন কাজের ভিত্তিতেই করত! মুসলিমদের আমীর মুহাম্মাদ কামিল ইচ্ছে করতেন যে, যদি তিনি সেই লোকটিকে হাতেনাতে ধরতে পারতেন এবং **তিনি সেই লোকটির চেহারা স্মৃতিতে গভীরভাবে গেঁথে নিলেন।**

দশ বছর পর ক্রুসেডাররা ব্যর্থ হলো এবং তারা চলে গেলো, কিন্তু এই বিশেষ লোকটি শামে যুদ্ধ করা অব্যাহত রাখলো এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর - সে মুসলিমদের হাতে বন্দী হলো এবং আমির মুহাম্মাদ কামিল তাকে দেখে চিনতে পারলেন, আমরা ৬১৫ সালের দশ বছর পরের কথা বলছি! সুতরাং আমীর মুহাম্মাদ কামিল সেই লোকটিকে মদীনায় সেখানকার আমীরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং *এই আদেশ দিলেন, যেন তাকে জুমআর দিনে রসূল ﷺ এর কবরের সামনে হত্যা করা হয়!* দশ বছর হয়ে গেলো, কিন্তু তিনি তা ভোলেননি!

তাই প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এর নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদেরকে সেই সব পুরুষ ও মহিলার সাথে তুলুন, যাদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন:

“তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তারা করবে না।” [সূরা মায়িদা-৫৪]

কুফফারদের কেউ কি এই কথাটা বোঝাবে যে, **আমাদের প্রাণপ্রিয় রসূল ﷺ এর প্রতি তাদের নিন্দার মাধ্যমে তারা বরঞ্চ সরাসরি ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেয়ার মতো সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে বোঝাবে যে, এই অবমাননা কখনোই টিকে থাকবে না!** (সমাপ্ত)

সম্পাদকের বক্তব্য

মানুষ নিজের চক্রে ঘূর্ণায়মান সর্বদাই; সমাজ, ধর্ম, বিশ্বাস তাকে অমানুষ করে প্রায়শই। ১৪০০ বছর আগে মুহাম্মদের সমালোচনার মানে ছিলো নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড! ইসলামের মূল তথ্যসুত্র অনুসারে, এখনও সেটা বলবৎ আছে; ওপরের অনুবাদ করা অংশ পড়লে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না।

মনু, মুহাম্মদ, হিটলার-এর সমালোচনার জন্য যদি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তা তাদের কতটুকু মহত্ব প্রকাশ করে? মহামানব হবার শর্ত কি সহনশীল হওয়া নয়? আর সৃষ্টিকর্তা বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, তিনি কীভাবে এসব নৃশংস ঘটনার পরেও কাউকে তার বার্তাবাহকের মর্যাদা দিতে পারেন?

যার একজন স্বপ্নবিলাসী কবি, প্রকৃতিপ্রেমী, একেশ্বরবাদী এবং নব্য দার্শনিক মরুদস্যু হিসাবে ইতিহাসের পাতায় পরিচিত হবার কথা ছিলো, তাকে যখন ১৪০০ কোটি বছরের পুরাতন এক অসীম মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার প্রেমের পাত্র ও একমাত্র বন্ধু এবং মানুষ জাতির জন্য অনুকরণীয় হিসাবে পরিচিত করানোর চেষ্টা করা হয়, তখন সত্যি আমাদের বলার কিছু থাকে না!

তবে কোরআনে যেমন বলা আছে: “সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত,” তেমনি ভাবে বলা যেতেই পারে: “প্রকৃতি সমাগত, ধর্ম অপসৃত,” কারন মিথ্যার ধরনই হচ্ছে জ্ঞানের আলোয় ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যাওয়া।

শাইখ আনোয়ার আল আওলাকি
(২১ এপ্রিল ১৯৭১ - ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১)

প্রায়শই একটি চিন্তা মাথায় আসে আমাদের: **জঙ্গি মনস্তত্ত্বের মূল উৎস কোথায়?** সত্যিই কি গোড়ায় গলদ না থাকলে শুধুমাত্র রাজনীতি, তেলসম্পদ, ক্ষমতার মারপ্যাঁচ দিয়ে একজন **যুবককে জঙ্গি তৈরি করা সম্ভব?**

আমরা যারা নাস্তিকতার চর্চা করি, তাদের বক্তব্য মানতে চান না কোনো মডারেট মুসলিম; কিন্তু একই বক্তব্য যদি একজন ইসলামিক বিশেষজ্ঞ দেন; এমন একজন, যিনি আধুনিক শিক্ষায় ডক্টরেট ডিগ্রী পর্যন্ত অর্জন করেছেন; তখন তথাকথিত মডারেট মুসলিমদের ভাষ্য কী হতে পারে?

একজন মানবতাবাদী মানুষ কীভাবে নিতে পারেন ধর্মের অমানবিক বিষয়গুলোকে, তা দেখার ইচ্ছাতেই এই ইবুক-টির জন্ম।

নরসুন্দর মানুষ

dhormockery@gmail.com
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net